

"আলোকচিত্রে কৃষি প্রতিবেশ" : সবুজের সাথে ,সবুজের পাশে

"আলোকচিত্রে কৃষি প্রতিবেশ" রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশের উদ্যোগে এবং রোসা ল্যাক্সেমবার্গ স্টিফটুং এর সহায়তায় প্রকাশিত গবেষণামূলক বই। বইটি সম্পাদনার কাজ করেছেন সুরাইয়া বেগম, নাভিদ আনজুম হাসান এবং মোঃ ইফতেখার আলী। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলাদেশ যে কৃষিপ্রধান অর্থনীতির দেশ সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কৃষিকে টিকিয়ে রাখতে প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের সাথে ক্রমাগত কাজ করে চলেছে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ। গবেষণার ক্ষেত্রে হিসেবে রিইব বগুড়া, সাতক্ষীরা ও ঢাকা অঞ্চলে কৃষি সংক্রান্ত সমস্যা থেকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা থেকে কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যাপারগুলো নিয়ে কাজ করেছে। কৃষি প্রতিবেশের সুস্পষ্ট ধারণা দানের পাশাপাশি আলোকচিত্রের ব্যবহার বইটিকে দিয়েছে অনন্য মাত্রা। বিভিন্ন ধরনের দেশীয় গাছপালা, বীজ, উপকারী পোকাকার ছবি সংযুক্তিতে এই বই হয়ে উঠেছে সকলের। যিনি সামান্য পড়াশোনা জানেন তার পক্ষেও ছবিগুলো দেখে বই সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেয়া সম্ভব। আলোকচিত্র ধারণের মাধ্যমে এই বইটিকে সবুজ এবং সতেজ করে তুলেছেন রিইব আর্কাইভসের শাহদাত হোসেন ইমরান।

পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন জনজীবনের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাকে এলোমেলো করে তুলছে ক্রমশ। এমন পরিস্থিতিতে কৃষিকে প্রকৃতির সাহায্যে বাঁচিয়ে তোলবার উদ্যোগ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারে।

কৃত্রিম ব্যবস্থা নয়, ইকোসিস্টেমকে বজায় রেখে কৃষিকে এগিয়ে নেয়ার এই ধারণাই হচ্ছে কৃষি প্রতিবেশ। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য ধান। সুতরাং ধানের চাষ হয়ে আসছে অনাদিকাল থেকে। সেক্ষেত্রে ধানের নানা ধরনের বীজ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া চলে এসেছে কৃষক পরম্পরায়। স্থানীয় ধানবীজগুলোকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ লোকজ ধানের সংস্কৃতিকে ধরে রাখবে এমনটি লেখা হয়েছে এই গবেষণা গ্রন্থে। একই জমিতে দুই বা তিন ধরনের ফসলের চাষকেই মিশ্র চাষ বলা হয়েছে। মিশ্র চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিতে লাভবান হতে পারেন কৃষক। সেক্ষেত্রে সারি পদ্ধতির ব্যবহার কম পরিমাণের জমিকে সহজেই কয়েকফসলের আবাসস্থল করে তুলতে পারে। এতে পারিবারিক পর্যায়ে চাষ করে উঠে আসতে পারে পরিবারের নিত্যদিনের খাবার খোরাক। হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের এক টুকরো জমিতে শাক আর কয়েকধরনের সজির চাষ করলে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটানো সম্ভব সহজেই। পাশাপাশি মাটির পুষ্টি ব্যবস্থাপনাও এই বহুতলীয় চাষ সম্ভবপর করে তুলছে।

ক্রমাগত সামনের দিকে ধেয়ে চলা সবসময় সুফল বয়ে নাও আনতে পারে। রাসায়নিক সারের ব্যবহার কৃষি জমির মাটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তো বটেই। সাথে অল্প সময়ে অধিক বেড়ে ওঠা ফসল ভোক্তার শারীরিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়। তাই প্রাকৃতিক মাধ্যমে ফসলের ফলন বাড়াতে এগিয়ে আসতে হবে কৃষককে। আলোকচিত্রে কৃষি প্রতিবেশ বইটিতে অন্যতম গবেষণা অঞ্চল হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছিল বগুড়াকে। খরাপ্রবণ এই জেলায় কম পানির ব্যবহারে কীভাবে ফসল উৎপাদনকে ক্রমাগত বাড়ানো যায় সে ব্যাপারেও আলোচনা করা হয়েছে। দেয়া হয়েছে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা। কৃষিকে বাঁচাতে দেশীয় ঐতিহ্যের ধারক এমন সব উপকরণকে একেবারে নাকচ করে দেবার পরিবর্তে সংস্কৃতি রক্ষায়

সচেতনতা জরুরি। বন্ধু পোকা কী এবং কেন, বন্ধু পোকাদের গল্পকেও গবেষকগণ লিখেছেন দারুণভাবে। শুধু তাই নয়, আছে কৃষিজ ফসলের পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে থাকা রঙিন পাখিদের কথাও।

পাটিসিপেটরি এ্যাকশন রিসার্চের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে কৃষি বিষয়ক ধারণা বিনিময়, যৌথ অনুসন্ধানের ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা দেয়া হয়েছে বইটিতে। অর্থাৎ দশে মিলি করি কাজ, হাঁড়ি জিতি নাই লাজ। দশ জনের কৃষি অভিজ্ঞতা আদান প্রদান, যৌথভাবে সমস্যা বিশ্লেষণের ধারায় কৃষকদেরকে অন্তর্ভুক্ত করবার মতন সহজ কিন্তু কার্যকরী পদ্ধতির সাথে পরিচয় ঘটেছে রিইবের সহায়তায়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বগুড়া ও সাতক্ষীরা অঞ্চলের কৃষকরা শুধু আয় বাড়ানোর ব্যাপারেই মনোযোগ দেন নি। সমস্যাকে চিহ্নিত করে কৃষি উপকরণের দাম হ্রাস, বিষমুক্ত উৎপাদনে সংযুক্ত হতে পেরেছেন। এছাড়া প্রবীণ কৃষকদের অংশগ্রহণ রাসায়নিক সারমুক্ত উৎপাদনের সেসব সোনালী দিনকে ফিরিয়ে এনেছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে। গণগবেষণায় উজ্জীবকের ভূমিকা জগগণকে পথ দেখানো। তবে শিশুকে বাবা মা যেমনভাবে হাত ধরে হাঁটতে শেখান এটি ঠিক তেমনটি নয়। উজ্জীবক বা এনিমেটর কৃষকদেরকে সহায়তা করেন মাত্র। শিক্ষক যেমন ছাত্রকে শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে থাকেন, শিক্ষার আলোকে দেখাতে পারেন কিন্তু শিক্ষাকে গ্রহণ করিয়ে দিতে পারেন না। এও ঠিক তেমনি। এক্ষেত্রে উজ্জীবক স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যেতে পারে তার ধারণা প্রদান করেন।

বীজ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোম্পানি নির্ভরতাকে কাটিয়ে তোলা রিইবের অন্যতম একটি লক্ষ্য। কেননা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এসমস্ত বীজ সংরক্ষণ করতে চায় নিজস্ব স্বার্থে। কৃষক এতে ক্ষতিগ্রস্ত হন যথেষ্ট। বীজের অধিকার যেন কৃষক না হারান, বীজের সার্বভৌমত্বের ব্যাপারটি তাই অত্যন্ত জরুরি। রাসানয়িক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার, অশস্য উদ্ভিদ রোপনে বালাই ব্যবস্থাপনার সহজ পাঠ এই গবেষণামূলক বইটি। আমরুল শাক, থানকুনি পাতার মতন সহজলভ্য, অথচ অচেনা উপকারী উদ্ভিদের নাম ও ছবিকে তুলে আনা হয়েছে পরম যত্নে। ধানক্ষেতে আজোলা নামের জলজ উদ্ভিদের চাষ কীভাবে নাইট্রোজেনকে আবদ্ধ করেছে সেই সব তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। বগুড়া ও সাতক্ষীরা জেলায় গণগবেষকদের প্রচেষ্টার ফল নিরাপদ খাদ্য বিক্রয় কেন্দ্র। তবে আর বলছি কী? রাসানয়িক সারের ব্যবহারমুক্ত কৃষি প্রতিবেশ পদ্ধতিতে উৎপাদিত শাকসবজি বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ভোক্তার সাথে এক ধরনের যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে এতে। এমনকি এই কার্যক্রম ঢাকাতেও চালু হয়েছে।

আদিমযুগ থেকে কৃষিতে নারীর সম্পৃক্ততা রয়েছে। আদিমকালে মানুষ যখন গুহাবাসী, নারীই প্রথম বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে ফল উৎপাদন করেছিল বলে মনে করা হয়। কৃষিতে নারীর জেল্ডার রোল এবং সামাজিক ন্যায্যতার বিষয়টি নিয়ে কাজ করেছে রিইব। এই বইয়ের তথ্য বলছে, দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬২ ভাগ এখনো কৃষিকাজ নির্ভর এবং এর মধ্যে প্রায় ৪১ ভাগ নারী। তবে নারীর এই কৃষিকাজের স্বীকৃতি মেলে না। নারীর নিম্ন মর্যাদা, কম মজুরির সমস্যাগুলোকে নিরূপণ করতে পারলে জিডিপিতে নারীর অবদান বাড়তো অনেকাংশে। সংখ্যাটি শুনলে চোখ ছানাবড়া হবার যোগাড় হবে। জিডিপিতে নারীর অবদান যেখানে ১৯ ভাগ তা দাঁড়াবে ৮৯ ভাগে এমনটিই দাবি করা হয়েছে বইটিতে।

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কৃষিতে নারীর ৪৩ ধরনের কাজের একটি তালিকা তৈরি করে। সুতরাং, "অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর" আজকের যুগে এসেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। জৈব সার তৈরিতে নারীদের ভূমিকাকে লিখতে হবে জ্বলজ্বলে অক্ষরে। দেশের প্রান্তিক অঞ্চলের নারীরা শুধু রান্নাবান্না কিংবা সাংসারিক কাজ নিয়েই থাকেন না। পাট জাগ দেয়া থেকে জৈব সার উৎপাদনে সবুজ বিপ্লবে সমান অংশীদার তাঁরাও, এমন কথা ই উঠে এসেছে রিইবের গবেষণায়। তবু মজুরিবৈষম্যের শিকার এইসব সংগ্রামী নারীরা। একজন পুরুষ যেখানে ৩৫০ টাকা মজুরি পাচ্ছেন, একই পরিশ্রমে নারীর মজুরি ২৫০ টাকা। তবু নারীরা বসে নেই। আয়বর্ধক কাজ হিসেবে কেউ কেউ শীতল পাটি বোনেন কেউ বা বানান হাতপাখা। নদী এবং চর এলাকার কৃষিতে নারীর অবদান নিয়ে এই গ্রন্থটিতে রয়েছে সবিস্তর আলোচনা। সরেজমিনে প্রদর্শনে দেখা যায়, উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরায় প্রতিবেশ নির্ভর কৃষি রক্ষায় যুবদের অংশগ্রহণ রয়েছে। তাদেরকে সহায়তা করেন গণগবেষকরা। একই চিত্র বগুড়ার ক্ষেত্রে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বেড়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ। নদী ভাঙন থেকে ঘূর্ণিঝড় কৃষিতে সহায়ক অনেক উপকরণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলছে। বাড়ছে লবণাক্ততা। খরাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় কৃষকরা কীভাবে টিকিয়ে রাখছেন কৃষিকে সেই সংক্রান্ত আলোচনাকেও ঠাই দেয়া হয়েছে বইয়ে। সেইসঙ্গে রয়েছে কৃষকের ভাষ্যও।

২০১৩ সালে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ কৃষি নিয়ে যে গবেষণামূলক কাজ শুরু করে তা এখনো চলমান। এই ধরনের গবেষণা কাজ মাটির কাছাকাছি

পৌঁছে দিচ্ছে পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখবার বার্তা, দিচ্ছে নারীকে যোগ্য মজুরি
প্রদানের বার্তা। পরিবেশ বাঁচুক, বাঁচুক বাংলাদেশের কৃষি, কৃষক ও
শ্রমজীবী নারীরা।